প্রথম আলো

তারিখ ... 14 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

# নোটবই নিষিদ্ধকরণ আইন বহাল রাখলেন আপিল বিভাগ

শরিফুজ্জামান ●

প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কোনো বিষয়ের নোটবই মুদ্রণ, প্রকাশ, আমদানি, বিতরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ আইন বাতিলের দাবিতে করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এর আগে হাইকোর্ট আবেদনটি খারিজ করেছিলেন। নাম ভিন্ন হলেও একই ধরনের হওয়ায় হাইকোর্ট নোটের সঙ্গে গাইড বইও অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

জাতীয় সংসদে এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল ১৯৮০ সালে। আইনটি বাতিলের দাবিতে একজন প্রকাশক প্রথমে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছিলেন। আবেদনটি খারিজ হয়ে গেলে ওই প্রকাশক আপিল করেন। ৮ জুন সেই আবেদন খারিজ করেন আপিল বিভাগ।

আইন থাকলেও এত দিন নোট-গাইড বন্ধের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। দেশজুড়ে এ ধরনের বই দেদার বিক্রি হচ্ছে। সরকার আইনটি বাতিল করছে না, আবার এটা কার্যকর করতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। প্রতিবছরই শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মনে করিয়ে দেয়, নোট-গাইড প্রকাশ ও কেনাবেচা আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু কাজির গরু কেতাবে থাকার মতো ওই আইনের প্রয়োগ নেই।

নোট-গাইড ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সূত্রে জানা গেছে, দেশে প্রতিবছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রায় চার শ কোটি টাকার নোট-গাইড বিক্রি হয়। একটি নোট বা গাইড মূল বইয়ের আড়াই থেকে তিন গুণ বেশি দামে বিক্রি হয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে এনসিটিবির বাংলা বইয়ের দাম ২৪ টাকা ৬০ পয়সা। কিন্তু এই বইটির যেসব নোট ও গাইড বাজারে আছে, সেগুলোর দাম ৬০ থেকে ৭০ টাকা।

নোটবই নিষিদ্ধকরণ আইন বাতিলের আবেদনকারী বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের বলেন, মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবিলা করা হয়নি বলেই হয়তো এমন রায় এসেছে। নোট-গাইড একজন শিক্ষার্থী কেন পড়ে, তা আগে খতিয়ে দেখা উচিত। এ ছাড়া এ ধরনের বই পড়তে কাউকে বাধ্য করা হয় না।

আদালত সূত্র জানায়, হাইকোর্টে করা আবু এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

## নোটবই নিষিদ্ধকরণ আইন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাহেরের রিট আবেদন গত বছরের ১৩ মার্চ খারিজ হয়ে যায়। আবেদনকারী আপিল করলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ নোট-গাইডের পক্ষে তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের জন্য দুই সপ্তাহ সময় দেন। বাদীপক্ষ এ-সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ আদালতে উপস্থাপন না করায় আপিল আবেদনটি খারিজ হয়ে যায়। প্রধান বিচারপতি এম এম রুহুল আমিনের নেতৃত্বে চারজন বিচারপতির বেঞ্চ আবেদনটি খারিজ করে দেন।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নোট-গাইড শিক্ষার্থীদের পড়া উচিত নয় এবং এ ধরনের বই শিক্ষার্থীর মেধা ও সৃজনশীলতা নষ্ট করে।'

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন বলেন, আদালতের সিদ্ধান্ত জানা গেলেও পূর্ণাঙ্গ রায় এখনো পাওয়া যায়নি। রায় পেলে নোট-গাইড নিষিদ্ধ আইন বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, নোট-গাইড শিক্ষার্থীর মেধাবিকাশের অন্তরায়। এ ছাড়া বই ছাপার মৌসুমে নোট-গাইডের দৌরাত্ম্যে বাধাইকারক পেতে সমস্যা হয়। ফলে সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানো সম্ভব হয় না।